মাদ্রাসা শিক্ষা : সময়ের প্রেক্ষিতে।

নন্দিনী হোসেন

বাংলাদেশে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। সাধারণ শিক্ষা,যার মাধ্যম বাংলা,ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা যা শুধু গুটি'কতক মানুষ লাভ করে থাকে,আর আছে মাদ্রাসা শিক্ষা।আমার আজকের লিখা শেষোক্ত শিক্ষা ব্যবস্হা নিয়ে।
একই দেশে তিন ধরনের শিক্ষা চালু থাকা মানে তিন ধরনের সমাজ কায়েম করা।সমাজে একটা অলিখিত বৈষম্য চালু রাখা।তাতে শাষকশ্রেনীর অবশ্য সুবিধাই হয়।যাই হোক আমার আজকের লিখার বিষয় তা নয়।

মাদ্রসা গুলোতে পড়তে আসে সাধারণত সমাজের একেবারে নিম্নস্তর থেকে উঠে আসা ছেলে মেয়েরা। এই আপাত অসহায় ছেলে মেয়েদের সামাজিক,পারিবারিক অবস্থান ভালভাবে পর্যালোচনা করলে আমরা যে সব তথ্যাদি পাই তা এক কথায় ভয়ানক পশ্চাদপদ এক সমাজের। যাদের আক্ষরিক অর্থেই নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা ।এখানে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ একটি কাহিনির উল্লেখ না করে পারছি না।আমাদের বাড়িতে কাজ করে এক মহিলা,তাকে আমরা বলতে গেলে জন্মের পর থেকেই দেখে আসছি।সে তার মায়ের সাথে আমাদেরই দেওয়া জায়গায় ঘর বানিয়ে বসবাস করে আসছে। সেই ছোটবেলায় দেখতাম মার সাথে সেও সারাক্ষন আমাদের বাড়িতে এটা সেটা ফাই-ফরমাস খাটত। তার মা অবশ্য আজ আর বেঁচে নেই । তার নাম ধরা যাক রহিমা।রহিমার পিতা কে কখন ও আমরা দেখিনি,শুনেছি তার জন্মের আগেই তিনি মারা গেছেন।এদিকে রহিমার একদিন বিয়ে হয়ে যায় এক রিক্সাচালকের সাথে।বেশ চলছিল তাদের।কিন্তু বিধিবাম ,সেও একদিন স্বামি পরিত্যক্তা হয়ে দুই বছরের ছেলের হাত ধরে আবার উঠে আসে আমাদের বাড়িতে,এবং সেই তখন থেকে আজ অবধি আছে ।তো হঠাৎ ক'বছর আগে শুনি রহিমার ছেলে শহরের একটা মাদ্রাসা থেকে কামিল পাশ করেছে।এখানে উল্লেখ্য, রহিমার ছেলেকে পড়তে মাদ্রাসায় দিয়েছে এটা জানতাম।তখন তেমন করে ব্যাপারটি নিয়ে মাথা ঘামাই নি।কামিল পাশের খবর রহিমা বেশ ঘটা করেই চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল জনে জনে।তার জন্য এ এক বিরাট প্রাপ্তি ও বটে । এ' টুকু পর্যন্ত তো ঠিক ই ছিল,কিন্তু আসল গোল বাধলো অন্য জায়গায়।কিছুদিন পরে আবার খবর পেলাম তার ছেলে আমাদের স্থানীয় মসজিদ গুলোতে অনেক ধর্না দিয়ে ও কোন প্রকার চাকুরি পাচ্ছে না।রমজান মাসে আমাদের পারিবারিক মসজিদ এ ইমাম আনার দরকার হয়েছিল,কেউ কেউ বলেছিলেন রহিমার ছেলেকে ইমাম হিসাবে নিয়োগ করার জন্য,কিন্তু স্থানীয় প্রবিণ দের অনেকের প্রবল আপত্তির কারণে তার আর ইমামতি করা হয় নি।এমন কি শুনেছি মসজিদ এর কোণ কাজেই তাকে ডাকা হয় না।তার অপরাধ ? একটাই ।সে কাজের মেয়ের ছেলে !কিছুদিন ঘরের ভিতর গুম মেরে কাটিয়ে,অবশেষে অনেক ঘোরাঘুরির পর আরেক জেলায় গিয়ে এক মসজিদ এ ইমামের চাকুরি পেয়েছে।যাই হোক ,আমার এই বাস্তব অভিজ্ঞতার কাহিনী এই জন্য লিখলাম যে,এই প্রকার হাজার হাজার রহিমারা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।রহিমারা কোনকিছু না বোজেই তাদের ছেলেদের মাদ্রাসায় পাঠায়,কারণ তাদের আর কোন উপায় নেই বলে।ফ্রি থাকা-খাওয়া,পড়াশুনা এসব নগদ লাভ ছাড়াও আরও যা ভাবনায় কাজ করে তা হল-ছেলে কে মাদ্রাসায় দিলে আলিম -ওলামা,মোল্লা-মৌলবী হবে,তখন সমাজে তাদের একটা সম্মানজনক অবস্থান হবে।তাছাড়া আরেক সহজ হিসাব আছে-সেটা পরকালের !যেমন ,আমি রহিমা কে প্রশ্ন করেছিলাম,তোমার ছেলেকে মাদ্রাসায় না দিয়ে স্কুলে দিলে না কেন ? উত্তরে রহিমা আমাকে তৃপ্তির হাসি দিয়ে বলেছিল,'মাদ্রাসায় পড়া অনেক নেকির কাম আফা,ছেলের অছিলায় যদি আমি ও পার হয়ে যাই,নামাজ কালাম তো ঠিক মতো করবার পারলাম না'।এটাই হচ্ছে রহিমাদের মনোস্তত্ব, মাদ্রাসায় দেবার পিছনে !বাদ বাকি যারা মাদ্রাসায় পড়ে,তারা ও রহিমার অবস্থান থেকে খুব যে বেশি উপরে তেমন নয়।

তো,এই যখন মাদ্রাসায় পড়ুয়াদের পারিবারিক -সামাজিক পটভূমিকা, তখন তাদের কাছ থেকে পরবর্ত্তী জীবনে আমরা কি ধরনের মানবিক মুল্যবোধ আশা করতে পারি ? কারণ যখন হত-দরিদ্র ঘরের একটা ছেলে মাদ্রাসায় পড়তে আসে,তখন তার নিজের পরিবার পরিবেশ থেকে তেমন কোন মানবিক শিক্ষা সে পেয়ে আসবে তা আমরা আশা করতে পারি না স্বাভাবিক কারণেই।অন্নের চিন্তায় যাদের উদয়াস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়,তাদের কাছে এমন দাবি করা অন্যায় ও বটে !আমাদের সমাজ সেই পর্যায়ে যেতে এখন ও অনেক পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে।

আমরা সকলেই কম বেশী জানি মাদ্রাসায় ঠিক কি ধরনের শিক্ষা এরা পায়।আশির দশকের শেষ দিকে মাদ্রাসা শিক্ষা কে কিছুটা আধুনিক করার চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়,যার ফলশ্রুতি তে গতানুগতিক বিষয়ের বাইরে ,দেশের স্কুল গুলোতে প্রচলিত পাঠ্যবিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়।কিন্তু তাতে করে খুব বেশি লাভ কিছু হয় নি।মাদ্রাসা গুলো সেই অর্থে আধুনিক হয়ে উঠতে পারে নি আজ ও।কারণ বেশির ভাগ মাদ্রাসা গুলোর অতীব দৈন্যদশা !উপকরনের অভাব,শিক্ষাদানের মান ও একেবারে নিম্নমানের।তাছাড়া সব চেয়ে বড় যে কথা,তা হচ্ছে দেশের মাদ্রাসাগুলো সব মসজিদ এর সাথে যুক্ত।পরিচালিত হয় বিভিন্ন ব্যক্তি,ইসলামিক সংগঠন এর দান খয়রাতের টাকায়।তাছাড়া, টাকা পয়সার বিরাট একটা অংশ যোগায় ইসলামিক রাষ্ট্রগুলো,বিশেষ করে সৌদিআরব । এই যখন অবস্থা, তখন মাদ্রাসায় কি ধরনের আধুনিক শিক্ষা দেওয়া হবে,তা সহজেই বোধগম্য !

মাদ্রাসা শিক্ষা বাস্তব জীবনে কাজে লাগে যৎসামান্য।কারণ তাদের কাজের জগৎ খুবই সীমাবদ্ধ।মসজিদের ইমাম বা এই জাতিয় কিছু একটা !কিন্তু প্রতি বছর যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বের হচ্ছে-তারা তাদের অর্জিত বিদ্যা বাস্তবে তেমন করে কোথাও কাজে লাগাতে পারছে না।কারণ ধর্মীয়-শিক্ষা দিয়ে আজকের পৃথিবী মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। আসল জ্ঞান থেকে এদের অবস্থান শত-বর্ষ দুরে !এরাই কারণে-অকারনে ফতোয়া দেয়,যাকে তাকে মুরতাদ ঘোষনা করে।বুজে না বুজে লাঠি হাতে মিছিল করে।দেশ কে এরা টেনে ধরে আছে পিছনে।তাই এদের জেহাদি জোশে আমরা এক পা এগুলে,দুই পা পিছোই ! এরা মাদ্রাসা থেকে শিখে অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃনা ,অসহনশীলতা ।শিখে জিহাদ ,নারী কে দোররা মারা ,বোরকার ভিতর আটকে রেখে জীবনের গতি স্তব্দ করে দেওয়া !আমাদের আর্থ -সামাজিক প্রেক্ষাপটে এদের দাপট প্রচন্ড ।অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মানুষের মনে ধর্মের প্রভাব সব সময়ই হয় আফিমের মত।এরা ধর্মে র নামে আফিমের মত নেশা ছড়ায় সমাজে !ধর্মের নামে অনেক মনগরা সুবিধাবাদি ওয়াজ-নসিহত করে এই সমাজ কে কুপমুন্ডুক করে তোলায় এদের অবদান অসামান্য।

কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় খবর দেখতে পাই দেশের নানা স্থানে অস্ত্র-সহ ইসলামি জঙ্গি দের ধরা হয়েছে,কিন্তু এই পর্যন্ত ই ,তারপর আর এদের কোন খবর নেই। সরকারের তরফ থেকে যেমন কিছু জানা যায় না,তেমনি পত্রিকা গুলো ও আর তেমন কোন ফলো-আপ রিপোর্ট ছাপে না। যার জন্য আমরা আম-জনতা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকি !এখন ও সময় আছে, সরকার কঠোর হতে পারে ।দেশ বাসি কে জানাতে পারে এদের আসল উদ্দেশ্য কি ! তাতে করে সন্ত্রাস একেবারে কমে না গেলে ও,কিছুটা যে নিয়ন্ত্রনে আসবে,তা বলাই বাহুল্য ।

মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে এখন সময় এসেছে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করার। আমাদের মত দেশে এটা পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে পারলেই মংগল হত !কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাধবে কে ? অত এব তা যে হবার নয় বাস্তবে ,তা আমরা সকলেই জানি । তবে বন্ধ না করতে পারলে ও,নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে ।নিচে আমি কয়েকটি প্রস্তাব রাখলাম ; যদি কিছুটা অন্তত ভাবনার খোরাক জোগায় এই আশায়॥।

১। সীমিত কিছু মাদ্রাসা রেখে বাকি গুলো সব কারিগরি স্কুলে রুপান্তরিত করা হোক।আমাদের জন্য এখন এসব ই দরকার এগিয়ে যেতে হলে।তাতে করে বেকার সমস্যা অনেকটা আয়ত্তে আসবে।
২। মসজিদ এর আওতা হতে মাদ্রাসা গুলো কে মুক্ত করা হোক।

৩। মসজিদ এ যে কোন ধরনের রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা নিষিদ্ধ করা হোক।মহাতির যে সাহস করেছেন মসজিদে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা নিষিদ্ধ করে,তা আমাদের ও অনুসরন করা উচিত দেশের স্বার্থে ।

৪। ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হোক আধুনিক পদ্ধতিতে। উন্নত বিশ্বে যেমন করা হয়।তাতে প্রতিটি প্রধান ধর্ম ই সিলেবাসে অন্তভুক্ত করা হবে।এতে করে ছোট বেলায় ই ছেলে মেয়েদের নিজ নিজ ধর্মের সাথে অন্য ধর্মের মুল বিষয় গুলো জানা যেমন হবে,তেমনি করে অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা,শ্রদ্ধা-বোধ গড়ে উঠবে ।জাতি হিসাবে তখন অবশ্য ই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারব।

যাই হোক এগুলো ভেবে দেখা যেতে পারে,অন্য আর কি কি উপায় বের করা যায় ,তা নিয়ে ও চিন্তা ভাবনা শুরু করা হোক এখন ই ।আমাদের জন্য কেউ অপেক্ষা করে থাকবে না,সবাই আমাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে-আমাদের নিজেদের ভাবনা নিজেদের ই ভাবতে হবে।আর ও পাঁচ/দশ বছর পর আমরা দেশ কে কি অবস্থায় দেখতে চাই,তা আমাদের ই নির্ধারণ করতে হবে !এবং এখন ই !আনুর মত ভাগ্যবান হয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা যেন পৃথিবীর মুক্ত-আলো হাওয়ায় প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারি !

কল্যান হোক সবার ।
১৯ অক্টোবর ২০০৩
nondinihussain@yahoo.co.uk